মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৩৪৯

পর্ব-২৬: মন-গলানো উপদেশমালা (كتاب الرقَاق)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - ভয় ও কান্না

اَلْفصْلُ الثَّنِفْ (بَاب الْبكاء وَالْخَوْف)

আরবী

وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ «رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والْبَيْهَقِيُّ فِي» كِتَابِ الْبَعْث والنشور

حسن ، رواه الترمذى (2594 وقال : حسن غريب) و البيهقى فى كتاب البعث و النشور (لم اجده و رواه فى شعب الايمان (740) [و الحاكم (1 / 70)]

বাংলা

৫৩৪৯-[১১] আনাস (রাঃ) নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নাম হতে ঐ ব্যক্তিকে বের করে নাও, যে একনিষ্ঠ অন্তরে একদিন আমাকে স্মরণ করেছে অথবা কোন এক স্থানে আমাকে ভয় করেছে। (তিরমিযী আর বায়হাকী'র "কিতাবিল বাসি ওয়ান্ নুশূর")

ফুটনোট

যঈফ : তিরমিযী ২৫৯৪, শু'আবূল ঈমান ৭৪০, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ১৯৬৫, যঈফুল জামি ৬৪৩৬, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৫। কারণ মুবারক ইবনু ফুযালাহ্ 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছে আর সে একজন মুদাল্লিস। হ্যাঁ হাকিম ১/৭০ পৃ; তিনি তার শোনার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন আর তাকে সহীহ বলেছেন, যাহাবীও তাকে সমর্থন করেছেন। তবে সে সূত্রে মুআম্মালে ইবনু ইসমাঈল নামের বর্ণনাকারী আছে, যে য'ঈফ। দেখুন- তাখরীজ যিলালুল জান্নাহ হা. ৮৩৩। হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/৭২ পৃ. হা. ৫৫৭৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা :(أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي) যারা ঈমানের সাথে একনিষ্ঠভাবে আমার যিকর করেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও।

(يَوْمًا) একদিন বা কিছু সময় বা কাল।

(أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ) অথবা পাপকাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে, কোন একস্থানে আমাকে ভয় করেছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,(وَ اَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰى ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الۡجَنَّةَ هِىَ الۡمَاۡوٰى ﴿۴۱﴾)

“আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।” (সূরা আন্ নাযি'আত ৭৯ : ৪০-৪১)

‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নবী (সা.) উক্ত হাদীসে একনিষ্ঠতার সাথে যিকর করার কথা বলেছেন। আর তা হচ্ছে অন্তরের একনিষ্ঠতার সাথে বিশুদ্ধ নিয়্যাতে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অন্যথায় সকল কাফিরই মৌখিকভাবে আল্লাহর যিকর করে অন্তর দিয়ে নয়। এ কথার প্রমাণ হলো নবী (সা.) -এর বাণী, (مَنْ قَلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًامِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) “যে ব্যক্তি অন্তরের একনিষ্ঠতার সাথে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'-এর স্বীকৃতি প্রদান করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” আর ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে : অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা এবং তাকে আনুগত্যের কাজে নিয়োগ করা। নতুবা এটা হবে মনের প্রলাপ বাক্য এবং অস্থিরতা, যাকে ভয় বলা যায় না। আর তা হয়ে থাকে ভয়ঙ্কর কোন কিছু দর্শন করার ফলে। অতঃপর যখন উক্ত কারণ চলে যায় মন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

‘আল্লামাহ্ ফুযায়ল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হবে: তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর? তখন তুমি চুপ থাকবে। কেননা তুমি যদি বল; না, তাহলে কুফরী করবে। আর যদি বল : হ্যা, তাহলে মিথ্যা বলবে। এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত করেছেন ঐ ভয়ের দিকে যা মূলত পাপ কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/২৪৯৪)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85328

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন